সমকাল

তারিখ ... 10 APR 2017
পৃষ্ঠা ... ৯ ... কলাম ... ১

শিক্ষক দুর্বল বলেই কি!

সমাজ-সংস্কৃতি

মো. মোর্তুজা আহমেদ

সহকারী অধ্যাপক, ব্যবসায় প্রশাসন
ডিসিপ্লিন, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

এক সন্তান তার পিতাকে কলার ধরে টানতে টানতে, চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে বাড়ির বাইরে নিয়ে আসছে এবং পাড়া-প্রতিবেশী সবার সামনে অকথ্য ভাষায় গালাগাল করছে। বিষয়টি একবার চিন্তা করুন এবং ভাবুন, এ রকম ঘটনা যদি আপনার সঙ্গে ঘটে, তাহলে আপনার অনুভূতিটা কেমন হবে?

সম্প্রতি রাজশাহীর দুর্গাপুরে প্রধান শিক্ষকসহ তিনজন শিক্ষককে ছাত্রছাত্রী ও এলাকার লোকজনের সামনে এ রকম চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে, টেনেহিঁচড়ে বাইরে নিয়ে আসে স্থানীয় রাজনৈতিক দলের একজন সহসভাপতি। তারপরও ক্ষোভ মেটাতে না পেরে হাতুড়ি ও লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। ভাবুন, একজন স্কুলের প্রধান শিক্ষক কী এমন অপরাধ করলেন যে, এভাবে সবার সামনে পেটাতে হবে? যে পিটিয়েছে তার পছন্দের লোকদের কোনো একটা কমিটিতে রাখা হয়নি, কেন রাখা হয়নি? এটাই প্রধান শিক্ষকের অপরাধ। শিক্ষকদের পেটানো এখন বাংলাদেশে একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে। প্রধান শিক্ষক, কলেজের অধ্যক্ষ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি পর্যন্ত কেউ এই চড়-থাপ্পড়ের বাইরে নয়। শিক্ষকদের অপরাধ হলো তাদের পছন্দের লোকদের নিয়োগ না দেওয়া, কমিটিতে না রাখা, প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রণ না জানানো।

শিক্ষক এমন এক ব্যক্তি যিনি নিজে জ্বলে অন্যকে আলোকিত করেন। তাই যুগে যুগে শিক্ষকের মর্যাদা সর্বজনস্বীকৃত: বাদশা আলমগীরের শিক্ষকদের প্রতি যে শ্রদ্ধা ছিল, তা শিক্ষকের মর্যাদা কবিতার মাধ্যমে আমরা পড়েছি। উন্নয়ন অনেক ধরনের হতে পারে। রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সামাজিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক উন্নয়ন। কিন্তু কোনো উন্নয়নই ফলপ্রসূ হবে না, যদি না সেটা টেকসই উন্নয়ন হয়। যেমন আপনি বাড়ি বানালেন, কিন্তু বাড়ির ভেতর রডের পরিবর্তে বাঁশ ব্যবহার করলেন। সেটাও বাড়ি হবে; কিন্তু টেকসই বাড়ি হবে না। হয়তো আপনি বুক ফুলিয়ে বলতে পারেন, বাঁশ ব্যবহার করে কংক্রিটের বাড়ি তৈরি একটি নতুন প্রযুক্তি। যত যুক্তিই দিন না কেন এই অপকর্ম জায়েজ করতে পারবেন না। সুতরাং সামগ্রিক ও টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্তই হলো শিক্ষার উন্নয়ন। আর শিক্ষার উন্নয়ন মূলত নির্ভর করে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের ওপর। কেননা ভিত যদি মজবুত না হয়, তাহলে যত সুন্দর নকশা করে বাড়ি বানানো হোক না কেন টেকসই হবে না। আর এই প্রাথমিক শিক্ষার কারিগর যেসব শিক্ষক, তারাই আজ সমাজে নিগৃহীত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত।

উন্নত বিশ্বে প্রাথমিক শিক্ষা এবং প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, তার একভাগও যদি আমাদের প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় দেওয়া হয়, তাহলে সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্রই পাল্টে যেত। উন্নত দেশে প্রাথমিক শিক্ষায় আপনি হাজার হাজার পিএইচডি শিক্ষক পাবেন। তারা তাদের জ্ঞান ও গবেষণাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করছেন খুদে শিক্ষার্থীদের ওপর। শিক্ষার্থীদের ভিত মজবুত হচ্ছে এবং এই খুদে শিক্ষার্থীরাই মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষায় ভালো করছে। আমাদের দেশে লাইট দিয়ে খুঁজলেও একজন পিএইচডিধারী শিক্ষক প্রাথমিক শিক্ষায় পাওয়া যাবে না। ফলাফল আমরা নিজেই দেখছি তারা আজ উন্নত এবং তাদের উন্নতি টেকসই আর আমরা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছি।

শিক্ষক পিতার সমতুল্য

> আপনাদেরও সন্তান আছে, তারাও দেখছে তাদের পিতা-পিতৃতুল্য শিক্ষকের গায়ে হাত তুলছে। আপনাদের সন্তানরাও যে ভবিষ্যতে আপনাদের গায়ে হাত তুলবে না তার শিক্ষা কিন্তু আপনি আপনার সন্তানদের দিতে পারলেন না। আপনার সন্তানও ভবিষ্যতে আপনাকে চড়-থাপ্পড় দিতে দিতে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে পারে। ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত 'টেকসই সমাজ নির্মাণে শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন ছাড়া সম্ভব নয়'। শিক্ষকদের ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে

আমরা বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের উন্নয়ন করেও আমেরিকার সমকক্ষ হতে পারব না। কেননা তারা জ্ঞানে ও গবেষণায় আমাদের থেকে অন্তত পাঁচশ' বছর এগিয়ে। যদি বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে উন্নত দেশ হওয়া যেত, তাহলে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো হতো সব থেকে বেশি উন্নত। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে টাকা থাকা সত্ত্বেও কেন তারা সামগ্রিক টেকসই উন্নয়ন করতে পারছে না, একবার ভেবে দেখেছেন? কেননা তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা একদম ভালো না। তারা শিক্ষাকে গুরুত্ব না দিয়ে আমোদ-প্রমোদ, গাড়ি, বাড়ির দিকে বেশি বিনিয়োগ করছে। এ কারণে তাদের উন্নয়ন টেকসই নয়। সুতরাং টাকা থাকলেই উন্নত রাষ্ট্র হওয়া যায় না।

লক্ষ্য করবেন, আমেরিকার শিক্ষা ব্যবস্থা পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে এখনও সেরা। তাই যে কোনো দিক থেকে আমেরিকা পৃথিবীর সব দেশের অভিভাবক। এটা এ জন্য সম্ভব হয়েছে যে, সারা পৃথিবী যখন অস্ত্রসহ অন্যান্য সেক্টরে বিনিয়োগ করছিল, সে সময় আমেরিকা বিনিয়োগ করেছে শিক্ষায়। ফলে অন্যান্য দেশের উন্নয়ন টেকসই হয়নি; কিন্তু আমেরিকার উন্নয়ন হয়েছে সামগ্রিক এবং টেকসই। রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, বিচার ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, গণতন্ত্র, সামরিক, প্রযুক্তি, সমরাস্ত্রসহ সব ক্ষেত্রে আমেরিকার উন্নয়ন চোখে পড়ার মতো। আমেরিকার প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং উচ্চশিক্ষা পৃথিবীর যে কোনো দেশ থেকে উন্নত এবং অনুকরণীয়। আমাদের দেশেও টেকসই এবং সামগ্রিক উন্নয়ন করতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন করতে হবে। একটি দেশ কখনোই টেকসই উন্নয়ন করতে পারবে না, যতক্ষণ না পর্যন্ত শিক্ষা ও শিক্ষকের ওপর রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়। আর এই শিক্ষার সঙ্গে সরাসরি জড়িত শিক্ষকরা; কিন্তু আমাদের দেশে সম্প্রতি শিক্ষকদের ওপর হামলা যেন নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে উঠছে। এমন কোনো মাস নেই যে মাসে শিক্ষকদের ওপর হামলার খবর সংবাদপত্রে আসছে না। স্থানীয় রাজনৈতিক দলের সভাপতি, সেক্রেটারি, ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী, চেয়ারম্যান, মেম্বার দ্বারা শিক্ষক হামলার ঘটনা এখন প্রায় গা সওয়া হয়ে গেছে।

শিক্ষা, সামাজিক অবস্থান, টাকাপয়সা সব দিক থেকে এসব শিক্ষক দুর্বল। তাই তাদের দুঃখে কেউ ব্যথিত হয় না। তাদের ওপর মারের ধরনটাও অভিনব, যেমন প্রধান শিক্ষকের রুমে ঢুকে চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে টেনেহিঁচড়ে বাইরে বের করে নিয়ে আসা, এলাকার লোকজনের সামনে কিল-ঘুষি ও অকথ্য ভাষায় গালাগাল করা, হাতুড়ি দিয়ে পেটানো, কান ধরে ওঠবস করানো। এসব নিরীহ শিক্ষককে কেউ সাহায্য করে না বরং সবাই করুণা করে। এসব অপকর্ম যারা করে তারা কিন্তু থানার ওসি, ইউএনও বা কোনো মেজরকে এভাবে চড়-থাপ্পড় মারতে মারতে, কান ধরে ওঠবস করাতে বা হাতুড়ি পেটা করতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি এ ক্ষেত্রে খুবই কঠোর। এ ব্যাপারে শিক্ষক সংগঠনের ভূমিকাও নীরব। তারা কোনো বিবৃতি, মানববন্ধন এমনকি তার পাশে দাঁড়িয়ে তাকে সাহস পর্যন্ত দেওয়া হয় না। এ বিষয়ে কোনো মামলা হলেও ভয়ভীতি, চাপ প্রয়োগ করে পরবর্তীকালে মামলা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

শিক্ষকদের মারধরের ঘটনায় আজ পর্যন্ত রাজনৈতিক দলের কোনো নেতাকর্মীকে বহিষ্কার করা হয়নি বা তাদের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর ব্যবস্থাও নেওয়া হয়নি। তাই শিক্ষকদের ওপর মারধরের ঘটনা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর বেচারা নিরীহ শিক্ষকরা অপমান, লাঞ্ছনার ভয়ে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুন মেনে ঠিকমতো কাজ করতে পারছে না। শিক্ষা বা শিক্ষকদের কাজ অনুগত প্রজা তৈরি করা নয় বরং আলোকিত মানুষ তৈরি করা। যারা শিক্ষকদের মারধর করছেন, কেন করছেন? এসব শিক্ষক কি আপনার খায়, না পরে? শিক্ষক কোনো অন্যায় করে থাকলে তার জন্য শিক্ষা প্রশাসন আছে, থানা-পুলিশ আছে, আইন-আদালত আছে। কোনো কিছুর তোয়াক্কা না করে রাষ্ট্রের আইন-কানুনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে সরাসরি শিক্ষককে চড়-থাপ্পড় মারার অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? যারা শিক্ষকদের মারধর করে তারা কখনও ভালো মানুষ হতে পারে না।

শিক্ষক হলো পিতার সমতুল্য। আপনাদেরও সন্তান আছে, তারাও দেখছে তাদের পিতা-পিতৃতুল্য শিক্ষকের গায়ে হাত তুলছে। আপনাদের সন্তানরাও যে ভবিষ্যতে আপনাদের গায়ে হাত তুলবে না তার শিক্ষা কিন্তু আপনি আপনার সন্তানদের দিতে পারলেন না। আপনার সন্তানও ভবিষ্যতে আপনাকে চড়-থাপ্পড় দিতে দিতে বাড়ির বাইরে বের করে দিতে পারে। ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত 'টেকসই সমাজ নির্মাণে শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন ছাড়া সম্ভব নয়'। শিক্ষকদের ক্ষমতায়নে রাষ্ট্রকে যথাযথ ভূমিকা নিতে হবে।

amm203@gmail.com